গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
পরিকল্পনা শাখা

"বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির (পি,আই,সি) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	শ্যাম কিশোর রায় মহাপরিচালক
সভার তারিখ	২০/১২/২০২১ ইং
সভার সময়	বেলা ১১.১০ ঘটিকা
স্থান	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়নের বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে সন্নিবেশিত করা হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানান।

অতঃপর প্রকল্প পরিচালক জানান যে, দেশে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক ৪৯৭৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০২১ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, প্রকল্পটি গত ১৮/০৭/২০২১ তারিখে ২৯২নং স্মারকে অনুমোদিত হয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয় কর্তৃক থোক বরাদ্দ ১০০.০০ লক্ষ টাকা প্রদানের জিও জারী হয়েছে এবং খুব শিঘ্রই অর্থ ছাড় হবে এবং প্রকল্পের ব্যয় শুরু হবে।
সভায় প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষ করার জন্য নির্বাচিত চাষিদের তালিকা উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের উপসচিব জনাব নুরুদ্দীন আল ফারুক জানান যে উক্ত তালিকা পিএসসি কমিটির সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের উপপ্রধান জনাব তাহেরা হক সম্মতি প্রদান করেন। তবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব আছিয়া খাতুন জানান, পিআইসি সভার সভাপতি তথা মহাপরিচালক মহোদয় চাষীর তালিকা অনুমোদন করতে পারেন।
সভায় সভাপতি মহোদয় ফার্মিং পদ্ধতিতে যে সকল চাষী নিজস্ব/লীজকৃত জমিতে তুঁতচারা রোপন করেছেন, তাদের রোপন সহায়তাসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে চাষীর তালিকা অনুমোদন করা যেতে পারে। এবিষয়ে উপপরিচালক/সহ:পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে যাচাইকৃত তালিকা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক চুক্তি সম্পাদন করবেন।
সভাপতি মহোদয় আরো জানান যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

সভায় আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত :

১। প্রকল্পের সংশোধিত এডিপিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নির্ধারণ পূর্বক মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা চলতি মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

২। ফার্মিং পদ্ধতিতে যে সকল চাষী নিজস্ব/লীজকৃত জমিতে তুঁতগাছ রোপন করেছেন, তাদের রোপন সহায়তাসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে চাষীর তালিকা অনুমোদন করা হলো। উপপরিচালক/সহ:পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে যাচাইকৃত তালিকা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক চুক্তি সম্পাদন করবেন।

৩। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ পূর্বক কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি তথা মহাপরিচালক সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

শ্যাম কিশোর রায়
মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৪.০০২.২০.১৩৯

তারিখ: ৭ পৌষ ১৪২৮
২২ ডিসেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
২) সচিব, অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়
৩) উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৪) পরিচালক, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
৫) পরিচালক, সম্প্রসারণ বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
৬) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭) প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং/সেক্টর, পরিকল্পনা কমিশন
৮) প্রধান, প্রোগ্রামিং বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৯) প্রধান (সংযুক্ত), এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
১০) প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
১১) নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষন শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
১২) পি,এ -টু-পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

মোঃ সিরাজুর রহমান
উপপ্রধান পরিকল্পনা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
পরিকল্পনা শাখা

"রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	শ্যাম কিশোর রায় মহাপরিচালক
সভার তারিখ	২০/১২/২০২১ ইং
সভার সময়	বেলা ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে সন্নিবেশিত হলো।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা **পরিশিষ্ট-'ক'তে** সন্নিবেশিত করা হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব কে অনুরোধ জানান। সদস্য সচিব বারেউবো বিগত ২৩/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর উক্ত সভার সিদ্ধান্তে কোন সংশোধন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়িকরণ করা হয়

অতঃপর সভাপতি প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের শেষ সময়ে অনুমোদিত হওয়ায় কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ১৯৯.০০ লক্ষ টাকা আরএডিপি বরাদ্দের প্রেক্ষিতে জুন/২০২০ পর্যন্ত ১২৮.০০ লক্ষ টাকা অর্থ অবমুক্ত হয়েছে। যার মধ্যে ১২৬.৮৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের ৬০০.০০ লক্ষ টাকা এডিপি বরাদ্দের প্রেক্ষিতে জুলাই/২০২১ পর্যন্ত ৫১০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৫০৪.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যার আর্থিক অগ্রগতি ৮৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। চলতি অর্থবছরের এডিপি মোতাবেক ৭০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ১ম কিস্তির অর্থ ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। নভেম্বর/২১ পর্যন্ত ১৪৯.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যার আর্থিক অগ্রগতি ২১.৩৬ % এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৫%। প্রকল্পের শুরু থেকে নভেম্বর/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭৮১.৭৬ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক অগ্রগতি ৩১.৯১ % এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৬%।

প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড এর চলতি বছরের (২০২১-২২) এপিএ মোতাবেক তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরন, রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন এবং প্রশিক্ষণ এর লক্ষ্যমাত্রা, প্রকল্প ভিত্তিক বিভাজন ও অর্জন নিম্নরূপ :

- *তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ :* চলতি অর্থ বছরে তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণে বোর্ডের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.২০ লক্ষ । তন্মধ্যে রংপুর প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ২.০০ লক্ষ এর বিপরীতে ২.৫০ লক্ষ তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।
- *রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন ও বিতরণ :* এপিএর লক্ষমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে ৩.০০ লক্ষ রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রংপুর প্রকল্পের আওতায় পি১ নার্সারীতে ১.৫০ লক্ষ ডিম উৎপাদনের জন্য নির্ধারণ করা আছে। ইতোমধ্যে ২টি বন্দে পি১ নার্সারীতে ০.৭৭ লক্ষ রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ০.৭৩ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিম আগামী ২ বন্দে উৎপাদন করা হবে।
- *প্রশিক্ষণ :* চলতি অর্থবছরে এপিএতে ৬৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যার মধ্যে রংপুর প্রকল্পের আওতায় ৪০০ জন । ইতোমধ্যে রংপুর প্রকল্পের আওতায় ৩৭৫ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

অবশিষ্ট ২৫ জনের প্রশিক্ষণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করা হবে।

সভাপতি প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণ করে মাস ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক চলতি মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় রেশম চাষীদের প্রশিক্ষণ ও রোগমুক্ত রেশম ডিম এবং তুতচারা উৎপাদন জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।
এছাড়া সভায় প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি পরিমাপের জন্য প্রশ্নমালা তৈরী করে সংগৃহিত তথ্য উপাত্ত এর ফলাফল সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।
পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি উপপ্রধান জনাব তাহেরা হক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি পিএসসি সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সভাপতি মহোদয় আরো জানান যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

সভায় আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত :

১। সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণ করে মাস ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক চলতি মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

২। চলতি অর্থবছরের এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৪০০জন রেশম চাষীদের প্রশিক্ষণ ও ১.৫০ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিম এবং ২.০০ লক্ষ তুতচারা উৎপাদন সম্পন্ন করতে হবে।

৩। চলতি অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ মোতাবেক প্রকল্পের শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি তথা মহাপরিচালক সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি তথা মহাপরিচালক সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শ্যাম কিশোর রায়
মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৫.০০২.১২.১৪০

তারিখ: ১৩ পৌষ ১৪২৮
২৮ ডিসেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, সচিবের দপ্তর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
২) সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৩) প্রধান (সংযুক্ত), এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৪) যুগ্ম-সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৫) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৬) প্রকল্প পরিচালক, রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে রংপুর জেলার দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প
৭) নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
৮) পি এ টু-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
পরিকল্পনা শাখা

" রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের পিআইসি সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	শ্যাম কিশোর রায় মহাপরিচালক
সভার তারিখ	২০/১২/২০২১ ইং
সভার সময়	বেলা ১০.৫০ ঘটিকা
স্থান	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়নের বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে সন্নিবেশিত করা হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব কে অনুরোধ জানান। সদস্য সচিব বারেউবো বিগত ২৩/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর উক্ত সভার সিদ্ধান্তে কোন সংশোধন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়িকরণ করা হয়।

অতঃপর সদস্য সচিব জানান যে, দেশে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে **" রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন (১ম সংশোধিত)"** শীর্ষক ২৫০৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১৭ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির উপর পরিকল্পনা কমিশনে ২০/১১/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপির কিছু বিষয় সংশোধন পূর্বক প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়। প্রকল্পটি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ১৯/০২/২০১৮ তারিখের ২৪.০৫.০০০০.৪৩২.২০.০৩.২০১৬-৪৭ নং স্মারকে প্রশাসনিক আদেশ জারি হয়। পরবর্তীতে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন এবং প্রকল্পের শতভাগ ফিজিক্যাল কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর অর্থাৎ জুলাই/২০১৭ থেকে জুন/২০২২ এর পরিবর্তে জুলাই/২০১৭ থেকে জুন/২০২৩ মেয়াদে ২৪৪৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ম সংশোধন ০১/১২/২০২১ইং তারিখে ২৪.০০.০০০০.২০৭.১৪.১৬.২১.৪৪৭ নং স্মারকে অনুমোদিত হয়।

প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের শেষ সময়ে অনুমোদিত হওয়ায় কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ২০১.০০ লক্ষ টাকা আরএডিপি বরাদ্দের প্রেক্ষিতে ১৬৯.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪৯৩.০১ টাকা বরাদ্দের প্রেক্ষিতে ১৯২.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১৭৫.৩৩ যার আর্থিক অগ্রগতি ৯১.৩১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৫৫৪.০০ টাকা বরাদ্দের প্রেক্ষিতে ৪৭০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৪৬৭.৪৩ যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৪৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯%। প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২১ পর্যন্ত ৮১২.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যার আর্থিক অগ্রগতি ৩২.৪১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৫%। চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ রয়েছে ১৩০০.০০ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থ বছরের নভেম্বর/২১ পর্যন্ত ১ম কিস্তির ৩২৫.০০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। ১৭৮.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যার আর্থিক অগ্রগতি ১৩.৭৬% ও বাস্তব অগ্রগতি ২০%। প্রকল্পের শুরু থেকে নভেম্বর/২১ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৯১.৫০ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক অগ্রগতি ৪০.৫৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫৫%।

প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড এর চলতি বছরের (২০২১-২২) এপিএ মোতাবেক তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ, রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন এবং প্রশিক্ষণ এর লক্ষ্যমাত্রা, প্রকল্প ভিত্তিক বিভাজন ও অর্জন নিম্নরূপ :

- ***তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ :*** চলতি অর্থ বছরে তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণে বোর্ডের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.২০ লক্ষ । তন্মধ্যে পার্বত্য প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১.২০ লক্ষ তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।
- ***রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন ও বিতরণ :*** এপিএর লক্ষমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে ৩.০০ লক্ষ রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে পার্বত্য প্রকল্পের আওতায় ০.৫০ লক্ষ ডিম উৎপাদনের জন্য নির্ধারণ করা আছে। ইতোমধ্যে ২টি বন্দে ০.১৬ লক্ষ রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন ও বিতরন সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ০.৩৪ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিম আগামী ২ বন্দে উৎপাদন করা হবে।
- ***প্রশিক্ষণ :*** চলতি অর্থ বছরে এপিএতে ৬৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যার মধ্যে পার্বত্য প্রকল্পের আওতায় ২৭৫ জন। ইতোমধ্যে পার্বত্য প্রকল্পের আওতায় ১৫০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১২৫ জনের প্রশিক্ষন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করা হবে।

সভাপতি প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণ করে মাস ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক আগামী ৭(সাত) কার্য দিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় রেশম চাষীদের প্রশিক্ষণ ও রোগমুক্ত রেশম ডিম এবং তুতচারা উৎপাদন জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি উপসচিব জনাব নুরুদ্দীন আল ফারুক প্রকল্পের বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে শতভাগ ব্যয় না করার বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি পাওয়ায় শতভাগ ফিজিক্যাল কার্যক্রম সম্পন্ন এবং রোপন সহায়তা প্রদান করার জন্য আগামী অর্থ বছরে ব্যয়ের অবশিষ্ট অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে।

এছাড়া সভায় প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি পরিমাপের জন্য প্রশ্নমালা তৈরী করে সংগৃহিত তথ্য উপাত্ত এর উপর ভিত্তি করে ফলাফল সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত :

১। সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণ করে মাস ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক আগামী ৭(সাত) কার্য দিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

২। চলতি অর্থবছরের এপিএ এর লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ২৭৫ জন রেশম চাষীদের প্রশিক্ষণ ও ০.৫০ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিম এবং ১.২০ লক্ষ তুতচারা উৎপাদন সম্পন্ন করতে হবে।

৩। চলতি অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ মোতাবেক প্রকল্পের শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি তথা মহাপরিচালক সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

শ্যাম কিশোর রায়
মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৪.১৪৭.১৮.১৩৮

তারিখ: ১৩ পৌষ ১৪২৮
২৮ ডিসেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, সচিবের দপ্তর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
২) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
৩) সদস্য, প্রোগ্রামিং বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৪) প্রধান (সংযুক্ত), এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৫) প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
৭) যুগ্ম-সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৮) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯) নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
১০) প্রকল্প পরিচালক, "রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

মোঃ সিরাজুর রহমান
উপপ্রধান পরিকল্পনা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

বিষয়: **বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসমূহের দারিদ্র বিমোচন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী**

সভাপতি	:	**মোঃ আব্দুর রউফ** সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১৩ ডিসেম্বর ২০২১
সময়	:	সকাল ১০.৪০ ঘটিকা
স্থান	:	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ
সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির সম্মতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) সভার আলোচ্যসূচির বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন।

২.০। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসমূহের দারিদ্র বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৪৬.০০ লক্ষ (চব্বিশ কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ) টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপিতে ১৩০০.০০ লক্ষ (তের কোটি) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ১ম কিস্তি বাবদ ৩২৫.০০ লক্ষ (তিন কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাকা ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭৮.৯০ লক্ষ (এক কোটি আটাত্তর লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৯৯১.৫০ লক্ষ (নয় কোটি একানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতির হার ৪০.৫৩%।

৩.০। প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সিরাজুর রহমান জানান যে, পার্বত্য রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার ১৩টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় ৪টি আইডিয়াল রেশম পল্লী এবং ৩৫টি ব্লকে চারা রোপন সম্পন্ন হয়েছে, ৩২ বিঘা জমিতে ১.৫০ লক্ষ তুঁত কাটিংস রোপণ করা হয়েছে এবং ৭৫ জন তুঁতচাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে পূর্ত ও নির্মাণ কাজের ব্যয় প্রাক্কলন গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল ২০১৪ অনুযায়ী প্রাক্কলন থাকায় বর্তমানে রেট সিডিউল ২০১৮ চলমান থাকায় সিল্ক রিলিং উইভিং ট্রেনিং সেন্টার এবং চাকী রিয়ারিং কাম ডেমোনেস্ট্রেশন সেন্টার নির্মাণের দরপত্র আহবান করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটির সংশোধন আদেশ গত ০১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা হয়েছে। তিনি আরও জানান অতিদ্রুত প্রকল্পের পূর্ত ও নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হবে।

৪.০। সভাপতি প্রকল্পের আওতায় যাবতীয় পূর্ত ও নির্মাণ কাজের দরপত্র দ্রুত আহবান এবং চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয়ের লক্ষ্যে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫.০। <u>**সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:**</u>

৫.১ প্রকল্পের আওতায় যাবতীয় পূর্ত ও নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে;

৫.২ প্রকল্পের আওতায় রেশম চাষীদের পলুঘর নির্মাণসহ যাবতীয় আর্থিক সহায়তা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রদান করতে হবে;

৫.৩ চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয়ের লক্ষ্যে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

৫.৪ প্রকল্পের আওতায় আইডিয়াল রেশমপল্লী ও তুঁত ব্লক স্থাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

৫.৫ প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে

অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
৩০.১২.২০২১
(মোঃ আব্দুর রউফ)

নম্বর: ২৪.০০.০০০০.২০৭.০৬.০৩১.১৯.০৮

তারিখ: ১৯ পৌষ ১৪২৮ / ০৩ জানুয়ারি ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৩) সচিব, আইএমইডি, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৪) সদস্য (সচিব), শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৫) সদস্য (সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৬) অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বালিয়াপুকুর, রাজশাহী
০৮) সচিবের একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৯) প্রকল্প পরিচালক, "রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসমূহের দারিদ্র বিমোচন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বালিয়াপুকুর, রাজশাহী

০৩/০১/২২

(আছিয়া খাতুন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০২২৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

বিষয়: **বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী**

সভাপতি	:	**মোঃ আব্দুর রউফ** সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১৩ ডিসেম্বর ২০২১
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	:	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ
সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির সম্মতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) সভার আলোচ্যসূচির বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন।

২.০। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রাকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৪৮.০০ লক্ষ (চব্বিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ) টাকা এবং বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপিতে ৭০০.০০ লক্ষ (সাত কোটি) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ৩৫০.০০ লক্ষ (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৫৯.৫৭ লক্ষ (এক কোটি উনষাট লক্ষ সাতান্ন হাজার) টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৭৮১.০৭ লক্ষ (সাত কোটি একাশি লক্ষ সাত হাজার) টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতির হার ৩১.৯১%।

৩.০। সভায় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল বারী জানান যে, প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের ০৮টি জেলার ৩১টি উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় ৩টি আইডিয়াল রেশম পল্লী এবং ২০০টি ব্লকে চারা রোপন সম্পন্ন হয়েছে, ২০ বিঘা জমিতে ১.০০ লক্ষ তুত কাটিংস রোপণ করা হয়েছে এবং ৩০০ জন তুতচাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের মধ্যে অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বিভিন্ন এলাকায় ১৭ টি আইডিয়াল রেশম পল্লীর প্রত্যেকটিতে ৬০টি করে সর্বমোট (১৭×৬০) = ১,০২০টি পলুঘর নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে পলুঘর নির্মাণের জন্য ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী উক্ত টাকায় পলুঘর নির্মাণ করা সম্ভব না হওয়ায় আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়ের মাধ্যমে পলুঘর নির্মাণ ব্যয় ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪.০। সভাপতি প্রকল্পের আওতায় রেশম চাষীদের পলুঘর নির্মাণের যাবতীয় আর্থিক সহায়তা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে এবং চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয়ের লক্ষ্যে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫.০। **সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:**

৫.১ প্রকল্পের আওতায় রেশম চাষীদের পলুঘর নির্মাণের যাবতীয় আর্থিক সহায়তা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে;

৫.২ ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয়ের লক্ষ্যে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

৫.৩ প্রকল্পের আওতায় আইডিয়াল রেশমপল্লী ও তুঁত ব্লক স্থাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; এবং

৫.৪ প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে

অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
৩০.১২.২০২১
(মোঃ আব্দুর রউফ)

নম্বর: ২৪.০০.০০০০.২০৭.০৬.০৩১.১৯.০৯

তারিখ: ১৯ পৌষ ১৪২৮ / ০৩ জানুয়ারি ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৩) সচিব, আইএমইডি, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৪) সদস্য (সচিব), শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৫) সদস্য (সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৬) অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বালিয়াপুকুর, রাজশাহী
০৮) প্রকল্প পরিচালক, "রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বালিয়াপুকুর, রাজশাহী
০৯) সচিবের একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

০৩/০১/২২

(আছিয়া খাতুন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০২২৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

বিষয়: বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ আব্দুর রউফ সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১৩ ডিসেম্বর ২০২১
সময়	:	সকাল ১১.২০ ঘটিকা
স্থান	:	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ
সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির সম্মতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) সভার আলোচ্যসূচির বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন।

২.০। "বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের ৩০টি জেলার ৪২টি উপজেলায় বসবাসরত হতদরিদ্র ও ভূমিহীন বিশেষতঃ মহিলাদের রেশম চাষে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ৪৯৭৩.০০ লক্ষ (উনপঞ্চাশ কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী কর্তৃক গত ৩০ জুন ২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ০৪ জুলাই ২০২১ তারিখে এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১৮ জুলাই ২০২১ তারিখে প্রকল্প অনুমোদন আদেশ জারি করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপি চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকল্পটি অনুমোদিত হওয়ায় প্রকল্পটির অনুকূলে কোন বরাদ্দ ছিল না। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের 'নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ (থোক)' থেকে ১০০.০০ লক্ষ (এক কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ বাজেটে অন্তর্ভুক্তি এবং iBAS++ সিস্টেমে এন্ট্রি প্রদানের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.০। সভায় প্রকল্প পরিচালক জনাব মৌসুমী জেরীন কান্তা জানান যে, গত ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে তিনি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। রেশম চাষীদের আর্থিক সহায়তা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রকল্পটির অনুকূলে অর্থ ছাড় করা প্রয়োজন। উপসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের 'নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ (থোক)' থেকে ১০০.০০ লক্ষ (এক কোটি) টাকা বরাদ্দ অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাজেটে অন্তর্ভুক্তি এবং iBAS++ সিস্টেমে এন্ট্রি প্রদানের পর অর্থ ছাড় করা হবে।

৪.০। সভাপতি চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে সে সংক্রান্ত একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫.০। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৫.১ চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে সে সংক্রান্ত একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; এবং

৫.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।

অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
৩০.১২.২০২১
(মোঃ আব্দুর রউফ)

নম্বর: ২৪.০০.০০০০.২০৭.০৬.০৩১.১৯.১০

তারিখ: ১৯ পৌষ ১৪২৮ / ০৩ জানুয়ারি ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৩) সচিব, আইএমইডি, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৪) সদস্য (সচিব), শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৫) সদস্য (সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৬) অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বালিয়াপুকুর, রাজশাহী
০৮) সচিবের একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৯) প্রকল্প পরিচালক, "বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বালিয়াপুকুর, রাজশাহী

০৬/০১/২২

(আছিয়া খাতুন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০২২৯